দুদকের ২১ কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত

সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদকের ২১ কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুই পরিচালক, চার উপ-পরিচালক, ছয় সহকারী পরিচালক এবং অন্যান্য পদের ৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।

এ নিয়ে দুদকের মোট ১২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে ১০৫ জন সুস্থ হলেও মারা গেছেন এক পরিচালকসহ তিনজন।

করোনা সামাল দিতে ৬৪ জেলার দায়িত্বে ৬৪ সচিব

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ প্রতিরোধে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সরকারি কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকারের জ্যেষ্ঠ সচিব, সচিব এবং সচিব পদমর্যাদার ৬৪ সচিবকে দেশের ৬৪ জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি এই দায়িত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস স্বাক্ষরিত এই নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সচিবদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে করোনা মহামারির প্রথম পর্যায়েও ৬৪ জেলায় ৬৪ সচিবকে এমন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৭৭ জনের মৃত্যুর রেকর্ড

২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৭৭ জনের মৃত্যুর রেকর্ড

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। যা এযাবৎকালের মধ্যে মৃত্যুতে রেকর্ড। একই সময়ে দেশে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩৪৩ জন।

আজ শনিবার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

লকডাউনে যেভাবে নববর্ষ উদযাপন করবেন

করোনা সংক্রমণের কারণে গত বছর বৈশাখী উৎসব আমাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। এ বছর মাঝের কয়েকটি মাস করোনা সংক্রমণ কিছুটা কমে যাওয়ায় এবং জনজীবন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে মনে হওয়ায় অনেকেই এ বছর পহেলা বৈশাখের উৎসব নিয়ে নানারকম পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু হঠাৎ করে করোনা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করায় এখন বৈশাখী উৎসব নিয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

জীবনে অনেকবার নিশ্চয়ই রমনায় কিংবা মঙ্গল শোভাযাত্রায় গিয়ে বর্ষবরণ উদযাপন করেছেন। বেঁচে থাকলে আরও অনেক বৈশাখ আসবে জীবনে। তাই গত বছরের মতো এবারও না হয় ঘরেই উদযাপন করুন বৈশাখ।

লকডাউন থাকুক বা না থাকুক, আমরা যার যার জায়গা থেকে সচেতন হই। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলি। বাইরে ঘুরতে না যাই। তবে চাইলে আমরা একটু ভিন্নভাবে ঘরেও পালন করতে পারি পহেলা বৈশাখ। সেক্ষেত্রে-

– প্রতি বছর বন্ধুদের সঙ্গে নববর্ষ উদযাপনের কারণে পরিবারের

বড়দের বা বয়স্কদের সঙ্গে বিশেষ এ দিনটি কাটানোর সুযোগ হয় না আপনার আমার অনেকেরই। এবার তাদের সঙ্গে দিনটি উদযাপন করতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নববর্ষের সারাদিন টিভি দেখতে পারেন, নববর্ষের গান শুনতে পারেন। তারা যখন আপনার বয়সি ছিলেন তখন কিভাবে পালন করতেন দিনটি সেই গল্প শুনুন। দেখবেন মনটা নিমিষেই ভালো হয়ে যাবে।

– প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে নতুন পোশাক কেনা হয় নিশ্চয়ই। এবারও হয়তো নতুন পোশাক কেনার জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল। আফসোস না করে এবার সেই বাজেট থেকে সামান্য কিছু অর্থ আপনার আশপাশের কোনো অসহায় মানুষকে, আপনার বাসায় সারা বছর কাজ করছে যে খণ্ডকালীন গৃহকর্মী কিংবা এই ঝুঁকিপূর্ণ সময়েও যিনি আপনার বাসার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছেন সেই সিকিউরিটি গার্ড বা দারোয়ানকে দিন। দেশের পরিস্থিতি ঠিক হলে এ টাকা দিয়ে তার পরিবারের কোনো ছোট সদস্য থাকলে তাকে পোশাক কিনে দিতে বলুন বা তার প্রয়োজনমতো খরচ করতে বলুন। দেখবেন এই অর্থ হাতে পেয়ে তার চেহারায় যে খুশি ঝলকে উঠবে তা নিমিষেই আপনার বৈশাখ উদযাপন করতে না পারার কষ্ট ভুলিয়ে দিবে।

– ঘুরতে বের না হলেও বা অতিথি না এলেও ঘরটাকে কিন্তু এদিন বাঙালিয়ানা সাজে সাজাতে ভুলবেন না। কারণ নববর্ষে ঘরের বাঙালিয়ানা সাজের মাঝেও খুঁজে পাওয়া যায় বর্ষবরণের আনন্দ।

– নতুন পোশাক না কিনলেও এ দিনটিতে আলমিরা থেকে বের করে সাদা- লালের কোনো পোশাক পরে ফেলুন। পরিবারের সদস্যদেরও পরতে উৎসাহিত করুন। তারপর সবাই মিলে সারাদিন ঘরে আড্ডা দিন, ছবি তুলুন, গল্প করুন। মনটা ফুরফুরে লাগবে।

– এদিন পছন্দের কোনো পদ রান্না করে পরিবারের সদস্যরা মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করুন। সম্ভব হলে আশপাশের অসহায় দু’একটি পরিবারকেও খাওয়ান। খণ্ডকালীন গৃহকর্মী, বাড়ির দারোয়ানকে খাবার পাঠাতে পারেন। ভাগাভাগির এ খাবার নতুন বছর উদযাপনে এনে দিবে অপরিসীম তৃপ্তি।

মেহেরপুরে নতুন ৯ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৫৩ জনে।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ২৯টি। এর মধ্যে নতুন করে ৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।
আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ৪ জন ও ৩ জন গাংনীর, মুজিবনগরের ১ জন এবং চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার ১ জন বাসিন্দা। এ এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।
এ নিয়ে জেলায় প্রাপ্ত রির্পোট ৬ হাজার ২৫৩টি। মোট আক্রান্ত ৮৫২ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন, সুস্থ ৭২১জন, ট্রান্সফার্ড ৬২ জন। ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর টিএন্ডটি পাড়ার তহুড়া খাতুন(৬৫), তাঁর ছেলে মফিজুর রহমান (৪২), আমঝুপির মর্জিনা খাতুন(৬০),বারাদির আমেনা খাতুন(৬০),গাংনীর ফজলুল হক(৫২), কাজিপুরের রাজু আহমেদ(৩০),বাঁশবাড়িয়ার মাহাফুজা (২৪), মুজিবনগর রামনগরের নজরুল ইসলাম(৭০) এবঙ দামুড়হুদার কামাল হোসেন (৪৮)।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক প্রচারণা

মাস্ক পরার অভ্যেস, করোনামুক্ত বাংলাদেশ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের

মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালের দিকে মেহেরপুর ট্রাফিক ইন্সপেক্টর সর্দার বুলবুল আহমেদের নেতৃত্বে ট্রাফিক পুলিশের একটি দল মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার মোড় এবং পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালান। অযাথা ঘরের বাইরে বের না হওয়ার জন্য ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। একইসাথে সকলকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

পঞ্চম টেস্টেও করোনা পজিটিভ রিজভী

পঞ্চম টেস্টেও করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর। তিনি বর্তমানে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তবে আশার কথা হচ্ছে রিজভীর শরীরে জ্বর নেই, কাশিও কমেছে। সব মিলিয়ে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তবে তিনি এখনও নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) আছেন এবং বাইরে থেকে অক্সিজেন দিতে হচ্ছে।

সেই সঙ্গে রুহুল কবির রিজভী স্বাভাবিক খাবার খেতে পারছেন বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন চিকিৎসক।

তার চিকিৎসার খবরাখবর রাখা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, রুহুল কবির রিজভীর জ্বর নেই, কাশিও কমেছে। তবে অক্সিজেন দিতে হয় মাঝে মাঝে। তিনি আরও বলেন, গত বুধবার তার করোনা টেস্ট করা হলে আবারও পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

এর আগে ১ এপ্রিল হঠাৎ রিজভীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং অক্সিজেন লেভেল কমে যায়। এরপর তাকে স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়।

‘১৪ এপ্রিল থেকে সারা দেশে সর্বাত্মক লকডাউন’

আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের বিষয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

শুক্রবার সকালে ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

তিনি বলেন, দেশে করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার। সেই সঙ্গে বাড়ছে জনগণের অবহেলা ও উদাসীনতা।

‘এমতাবস্থায় সরকার জনস্বার্থে আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের বিষয়ে সক্রিয় চিন্তাভাবনা করছে।’

চলমান এক সপ্তাহের লকডাউনে জনগণের উদাসীন মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না বলেও জানান সেতুমন্ত্রী।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সরকার সারা দেশে এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে গত ৪ এপ্রিল। গত সোমবার সকাল ৬টা থেকে ‘লকডাউন’ শুরু হয়। আগামী ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত থাকবে এই ‘লকডাউন’।

তবে ‘লকডাউন’ বাড়বে কিনা এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই আলোচনা চলছিল। আজ সেতুমন্ত্রী লকডাউন বাড়ানোর সেই ইঙ্গিতই দিলেন।

‘লকডাউনে’ গণপরিবহন ও শপিংমল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হলেও গত বুধবার শর্তসাপেক্ষে সরকার গণপরিবহনে চলাচলের অনুমোদন দেয়। আর আজ শুক্রবার থেকে শপিংমল ও দোকানপাট খোলা হয়েছে।

তবে ‘লকডাউন’ শুরুর পর থেকেই রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি। সবার মধ্যে উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে। এমনকি এসব দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্তরাও একরকম

নির্বিকার। এ নিয়ে কারও যেন ‘মাথাব্যথা নেই।

ব্যাপকভাবে গণপরিবহন চলার কারণে অনেক রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মানুষ রাস্তায় বের হচ্ছেন। কাঁচাবাজার, মহল্লার দোকানপাটসহ বিভিন্ন স্থানে মানুষের জটলা দেখা যাচ্ছে, সেখানে নেই কোনো সামাজিক দূরত্ব। মাস্কও পরেন না অনেকে।

মেহেরপুরে আরো ৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৪৫ জনে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, আজ নতুন করে ৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ১ জন ও ২ জন গাংনী উপজেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৪৫ জনে। এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।
এ নিয়ে জেলায় প্রাপ্ত রির্পোট ৬ হাজার ২ শ ২৪ টি। মোট আক্রান্ত রোগীর মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭২০ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহর মল্লিকপাড়ার সাজুল ইসলাম (৪৯), গাংনী উপজেলা ঈদগাহ পাড়ার সোহানুর রহমান (২১), ভিটাপড়ার মিম (২৪)।
সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

ঝিনাইদহে কোভিট টিকা প্রদাণের দ্বিতীয় ডোজ শুরু

ঝিনাইদহে কোভিট-১৯ এর টিকার প্রদানের দ্বিতীয় ডোজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জেলা সদর হাসপাতালসহ ৬ উপজেলার নির্ধারিত টিকা কেন্দ্রগুলোতে টিকা প্রদাণ করা হচ্ছে।

সকালে জেলা সদর হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, প্রথম ডোজ প্রদাণের শুরুতে যারা টিকা গ্রহণ করেছিলেন তারা টিকা নিচ্ছেন। লাইনে দাড়িয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে টিকা প্রদাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও নতুন টিকা গ্রহণকারীরাও রেজিষ্ট্রেশন করছেন।

সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, গতকাল বুধবার ঝিনাইদহে ৪ হাজার ৮’শ এ্যাম্পুল টিকা এসেছে। প্রতি এ্যাম্পুলে ১০ জন করে সর্বমোট ৪৮ হাজার জন টিকা গ্রহণ করতে পারবেন।

গতকাল বুধবারই জেলার অন্যান্য উপজেলায় টিকা পৌঁছানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একযোগে টিকা প্রদাণ শুরু করা হয়েছে। যতদিন টিকা থাকবে ততদিন আমরা টিকা প্রদাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাব।

তিনি বলেন, প্রথম ডোজ নেওয়ার ২ মাস পর দ্বিতীয় ডোজের টিকা নিতে হবে। শুধু টিকা নিলেই হবে না স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করতে হবে।